ভোরের কাগজ

৩৬

তারিখ ... ... JAN 26 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ .....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলছি

৩১ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কিছু যুবক নতুন সহস্রাব্দকে বরণ করলো এক তরুণীকে বিবস্ত্র করার মাধ্যমে। তাও আবার ঘটনাটা ঘটিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু যুবক। আমাকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একি অবস্থা? আমি জবাব দেই সব ছেলেকে এক দলে ফেললে অবিচার করা হবে। কারণ সবাই এরকম হলে আমরা মেয়েরা নিশ্চই পড়াশুনা করতে পারতাম না। এ ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্র নামধারী কিছু পশু। কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা অবশ্যই ঘটে। আমরাও যে ছেলেদের বাজে মন্তব্য থেকে রেহাই পাই তাও বলছি না। আমাদের দেশে কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে তাকে এসিডে ঝলসানো হয়। এক্ষেত্রে মেয়েটির সচেতনতার অভাব বলে মেয়েটিকে দোষ দেওয়া হয়। আমি কিন্তু তা মনে করি না। স্বাধীন দেশে মেয়েরা কেন বাইরে বের হবে না? অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে তবেই জনমনে এসব বিভ্রান্তি দূর হবে।

আমাদের দেশে এমন সময় কবে আসবে যখন দেখবো কোনো তরুণী লাঞ্ছিত হয়নি, এসিডে ঝলসায়নি কোনো তরুণীর মুখ, ৫-৬ বছরের শিশুটি নিয়ে আতঙ্কিত নয় তার বাবা-মা। সেই সময়ের জন্য আমাদের আর কতো বছর অপেক্ষা করতে হবে? ৫ বছর, ১০ বছর, নাকি অনন্তকাল?

শারমীন সুলতানা সীমা
শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।